দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 08 JUN 2016
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৪

চট্টগ্রামের এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানা অনিয়ম

আহমেদ হুমায়ুন, চট্টগ্রাম অফিস ॥ অভ্যন্তরীণ অনিয়মে হুমকির মুখে পড়তে যাচ্ছে ইনস্টিটিউট অব গ্লোবাল ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম (আইজিএমআইএস) নামে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত চট্টগ্রামের একটি বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দুই শতাধিক শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা এক সদস্যের জোর-জবরদস্তিতে প্রতিষ্ঠানটির একাডেমিক কার্যক্রমে হ-য-ব-র-ল অবস্থা বিরাজ করছে। প্রতিষ্ঠাতা ওই সদস্যের অতিরিক্ত চাপাচাপিতে গত এক মাস ধরে অধ্যক্ষ প্রতিষ্ঠানে আসছেন না। অন্যান্য শিক্ষকরাও নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা নিচ্ছেন না। এতে শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফলে বাধা সৃষ্টির পাশাপাশি সেশনজটে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক, প্রশাসনিক ও একাডেমিক বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

অভিযোগ উঠেছে, জাকির হোসেন নামে ওই সদস্য অন্যায়ভাবে প্রতিষ্ঠানটি থেকে প্রতি মাসে ৫০ হাজার টাকা করে গ্রহণ করছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী কার্যকরী কমিটির সভাপতি ও অধ্যক্ষের স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনার বিধান থাকলেও ওই ব্যক্তি জোরপূর্বক নিজের নামে প্রতিষ্ঠানটির সকল আর্থিক হিসাব পরিচালনা করে আসছেন। শিক্ষকদের বেতন পরিশোধ না করে নিজে সকল টাকা আত্মসাত করছেন। প্রতিষ্ঠানটি শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত গবর্নিং বডির নিকট কোন আর্থিক হিসাব প্রদান করেননি। টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট বিক্রি করতে জাকির প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেন বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন। এছাড়া তার বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধীদের দোসর জামায়াতের সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে।

এ সর্ম্পকে প্রতিষ্ঠানটির কার্যকরী কমিটির সভাপতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক গাজী সালেহ উদ্দিন বলেন, 'গত বছর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাকে প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। আমি যোগদান করার পর দেখি প্রতিষ্ঠানটিতে হ-য-ব-র-ল অবস্থা বিরাজ করছে। একদিকে প্রতিষ্ঠানটির নিকট শিক্ষকরা প্রায় ১৫ লাখ টাকা পাবেন। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠান থেকে যা আয় হয়, সব টাকা জাকির হোসেন নিজের এ্যাকাউন্টে নিয়ে খরচ করছেন।' যাত্রা শুরুর পর থেকে প্রতিষ্ঠানটিতে এখন পর্যন্ত কোন অডিট হয়নি বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

গাজী সালেহ উদ্দিন আরও বলেন, 'প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়মিত অধ্যক্ষ ছিল না। আমি যোগদান করার পর গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে অধ্যক্ষ নিয়োগের উদ্যোগ নিই। তখন প্রতিষ্ঠাতা ওই সদস্য অধ্যক্ষ পদের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু তার সার্টিফিকেটগুলো জাল থাকায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার প্রার্থিতা বাতিল করে দেয়। পরে আমরা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ শেলী জামানকে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দিই। এরপর থেকে জাকির অধ্যক্ষের পেছনে লেগে রয়েছেন। তার চাপাচাপিতে অধ্যক্ষ গত মাস থেকে প্রতিষ্ঠানে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেন, 'জাকির এ প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত না থাকলেও প্রতি মাসে প্রতিষ্ঠানের আয় থেকে ৫০ হাজার টাকা নিচ্ছেন। অথচ অনেক শিক্ষককে আমরা বেতন দিতে পারছি না।'

প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ শেলী জামান বলেন, 'আমি এক মাস আগে সভাপতি ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষকে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছি ওই প্রতিষ্ঠানে আমি আর কাজ করব না। এ কারণে আমি ওই প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছি না। অনিয়মের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'যেহেতু আমি ওই প্রতিষ্ঠানে থাকতে চাইছি না। সুতরাং ওই প্রতিষ্ঠান অনিয়মে ভরপুর হয়ে গেলেও সে বিষয়ে আমার কিছু বলা উচিত নয় বলে আমি মনে করি।'

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এস এম জাকির হোসেন বলেন, 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তদন্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেটা আমি জানি। যেহেতু আমি গবর্নিং বডির কেউ না, সেহেতু এ বিষয়ে আমার ওপর দায়ভার আসার প্রশ্নই আসে না। এ বিষয়ে গবর্নিং বডির সভাপতি জবাবদিহি করবেন।' প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি মাসে ৫০ হাজার টাকা ও নিজের নামে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন করার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি এড়িয়ে যান। এ বিষয়ে তিনি কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।

তদন্তের নির্দেশ

এদিকে এ ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক, প্রশাসনিক ও একাডেমিক বিষয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি গাজী সালেহ উদ্দিনের করা অভিযোগের ভিত্তিতে গত ১১ মে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক অধ্যাপক ড. মোঃ শামসুদ্দীন ইলিয়াস স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে বিষয়গুলো তদন্তের নির্দেশনা দেয়া হয়। ওই প্রজ্ঞাপনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কেন্দ্রের পরিচালককে বিষয়গুলো তদন্ত করে ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশনা দেয়া হয়। এ সর্ম্পকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক আবুল কাশেমের নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন, ইনস্টিটিউট অব গ্লোবাল ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম নামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আর্থিক, প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রমে অনিয়ম হচ্ছে এমন অভিযোগ ওঠায় আমাকে কলেজ পরিদর্শকের পক্ষ থেকে অনিয়ম তদন্তের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রবিবার আমি ওই প্রতিষ্ঠানে গিয়ে বিষয়গুলো তদন্ত করে দেখেছি। এ বিষয়ে আমি প্রতিবেদন তৈরি করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ পরিদর্শকের নিকট জমা দেব। তদন্তে কী পেয়েছেন? জানতে চাইলে তিনি কিছু বলতে রাজি হননি। তবে যে অভিযোগ উঠেছে, তা একেবারে ভিত্তিহীন নয় বলে জানান।